Course Module,
Sem-IV, (Programme & Generic Elective)
By—Nilendu Biswas
Topic : মার্কেনটাইলবাদ

❖ **মার্কেনটাইলবাদ ঃ** রুপান্তরের যুগে ইউরোপে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিশেষ অর্থনৈতিক নীতি অনুসৃত হয়েছিল তা ছিল সংরক্ষিত বাণিজ্যিক নীতি, যাকে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা 'মার্কেনটাইলবাদ' বলে অভিহিত করেছেন । ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কালপর্বে এই মার্কেনটাইল অর্থনীতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় । মার্কেনটাইলবাদের আর্বিভাব বা উদ্ভব কীভাবে ঘটে সে বিষয়ে বলা যায় আধুনিক পুঁজিবাদের জনক এবং বিশিষ্ট অর্থনিতিবিদ **অ্যাডামস স্মিথ** তাঁর '**Wealth of Nations**' গ্রন্থে প্রথম 'মার্কেটাইলিজম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন । বাংলায় একে 'বাণিজ্যবাদ' বলা যেতে পারে ।

মার্কেনটাইলবাদ বলতে কী বোঝায় সে প্রসঙ্গে বলা যায়, এক অর্থে এই মতবাদ ছিল সপ্তদশ শতকে চূড়ান্তবাদী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে অনুসৃত একটি বিশেষ অর্থনৈতিক নীতি । মনে রাখতে হবে মার্কেনটাইলবাদ সম্পর্কে কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা লেখক, রাজনীতিবিদ বা অর্থনীতিবিদরা দিতে পারেননি । অর্থনীতিবিদ **মরিস ডব** যদিও বলতে চেয়েছেন, '*মার্কেনটাইলবাদ ছিল বাণিজ্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন এবং মূলত একটি আদিম সঞ্চয়নশীল অর্থনীতি*' । মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে, এই মতবাদ ছিল বাণিজ্যিক সংস্থা গুলির একচেটিয়া অধিকারের মতাদর্শ । অপর এক পন্ডিত **জাঁ দ্য ভ্রিয়ে** দেখাতে চেয়েছেন, '*এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সপ্তদশ শতকে স্বৈরতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক রাষ্ট্রসমূহ নিজ শক্তিগুলির চূড়ান্ত সদ্ব্যহার করতে সক্ষম হয়েছিল*' । তবে এটা বাস্তবায়িত করার যথেষ্ট কারণ ছিল । দেখাগেছে, বাণিজ্য ও শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন, কর ও শুল্ক সংস্থার আইন এবং বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল । বস্তুত মার্কেনটাইলবাদের প্রবক্তাদের বিশ্বাস ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে ।

তো কী ছিল মার্কেনটাইলবাদের মূল কথা ? মার্কেনটাইলবাদ নীতিতে বিশ্বাসী রাষ্ট্র দেশের সার্বিক জনকল্যানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলনা । এক্ষেত্রে তাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের নিজ স্বার্থ রক্ষা করা এবং তারপর দেখা হবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত মানুষের অবস্থা । বলাবাহুল্য, এই নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি জোরদার করা । মোট কথা এই নীতি যেন তেন প্রকারে রাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষায় আগ্রহী ছিল । কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় যে অতিমাত্রায় রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষিত হওয়ায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ খর্ব হয় । তারচেয়েও বড় কথা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় অর্থনেতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় । এটা দূর করতে রাষ্ট্র বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করে বাক্তিগত উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রনে আনে ।

মার্কেনটাইলবাদের উদ্ভব ও বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই দক্ষিন আমেরিকার নব বিজিত দেশ গুলি থেকে বিপুল পরিমানে সোনা রুপার আমদানির বিষয়টি জড়িত ছিল । ইউরোপে এই মূল্যবান ধাতুর দ্রুত ও অবিরাম আগমন যেন একটি অতিকথনের দৃষ্টান্তে পরিনত হয়েছিল । যাইহোক, এই মূল্যবান ধাতুর আমদানির ক্ষেত্রে স্পেন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিয়েছিল । আলোচ্য সময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্য যে নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল তা এই ধাতু নির্মিত মুদ্রা দিয়ে মেটানো হতো । এই কারণে সমসাময়িক ইউরোপীয় দেশ গুলি 'বুলিয়ন'-এর উপর নির্ভর হয়ে পড়েছিল । তারা মনে করতেন, মূল্যবান ধাতুই ছিল সম্পদ, পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় শক্তির উৎস । জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে এইধরনের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন ইংরেজ চিন্তাবিদ **মুন** এবং অষ্ট্রীয় আইনজীবী **হরনিক** ।

বাণিজ্য সম্প্রসারনের ফলে গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক সংগঠন গুলি প্রতিযোগিতার হাত রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের শরণ নিতে বাধ্য হয়েছিল । দেখাগেছে, কোম্পানী বা বাণিজ্যিক সংগঠন গুলির ডাকে সাড়া দিতে রাষ্ট্র দেরি করেনি । রাষ্ট্রের মনে হয়েছিল, এরফলে আসলে তাঁরই লাভ হবে । কেননা, বণিক শ্রেনির মুনাফা লাভ এবং জাতীয় শ্রী বৃদ্ধিকে তারা সমার্থক বলে মনে করেছিলেন । আসল কথা, রাষ্ট্র ও বাণিজ্যিক সংগঠন গুলির নিজ নিজ স্বার্থে একে অপরকে নিয়ন্ত্রনের দরকার ছিল । তাই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দরকার ছিল । উদাহরন স্বরুপ বলা যায়, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শ্রী বৃদ্ধি ও একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার রক্ষার মূলে ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সমর্থন ।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই, মার্কেনটাইলবাদ পুঁজিবাদের উত্থানে বিশেষ সহায়তা করেছিল । পঁজিবাদী ব্যবসার পরিমান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আর্থিক দিকে নিবদ্ধ হয়েছিল । মানুষ আর্থিক বিষয়কে এক ভিন্নতর দৃষ্টতে বিচার বিবেচনা করতে সচেষ্ট হয়েছিল । তাদের মনে হয়েছিল আর্থিক সমৃদ্ধিই শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে । এই দিক থেকে দেখলে বলা যায়, সাধারন অর্থে রাষ্ট্রীয় সমর্থন পুঁজিবাদকে মজবুত কাঠামোর উপর স্থায়ী রুপ দিতে সাহায্য করেছিল । কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনের ফলে ব্যাহত হয়েছিল এর পরিপূর্ন বিকাশ ।

❖ **মার্কেনটাইলবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ** মার্কেনটাইলবাদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, মূল্যবান ধাতু এবং নগদ অর্থ সঞ্চয়ের ও সংরক্ষনের মাধ্যমে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল করা । এর জন্য যেসব দেশে নিজস্ব সোনা ও রুপার স্বাভাবিক সরবরাহ ছিলনা, তারা সব সময়েই রপ্তানীর চেয়ে আমদানী হ্রাস করার পক্ষপাতি ছিলেন । কারণ এর দ্বারা তারা গুরুতবপূর্ন পন্য রপ্তানীর দ্বারা বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয় । এবারের আমরা মার্কেনটাইলবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো ।

১) বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ঠ পরিমান পন্য লেনদেন করা । প্রতিটি দেশ চাইত আমদানীর চেয়ে রপ্তানীর পরিমান বৃদ্ধি করা । যাতে বৈদেশিক বাণিজ্য বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থ সম্পদ আহরন করা যায় ।

২) অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিটি দেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করবে এবং বাড়তি পন্য বিদেশে বিক্রির উদ্দেশ্যে রপ্তানী করবে ।

৩) কৃষি শিল্পজাত পন্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা হলো কোন দেশের আত্ম নির্ভরতার মাপকাঠি । তাই শিল্পজাত পন্যের একটা নির্দিষ্ঠ অংশ বাইরে পাঠানো হবে ।

৪) খাদ্যশস্যের জন্য পরের মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজের উপর নির্ভর করতে হবে । একই ভাবে শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে ।

৫) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বাণিজ্যপোত নির্মান করতে হবে । নৌবাহিনী গঠনের দ্বারা এর সুরক্ষার ব্যবস্থাও নিতে হবে ।

৬) প্রয়োজন মত উপনিবেশ গড়ে তোলা । এর দ্বারা বাজার সৃষ্টি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা যাবে । সামুদ্রিক বাণিজ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমনকি প্রয়োজনে যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হবে ।

৭) বিদেশে বাণিজ্যরত ব্যবসাহী গোষ্ঠীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা । প্রয়োজনে তাদের সনদ প্রদান ও বিভিন্ন পন্যের ব্যাপারে শুল্ক সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান ।

৮) অভ্যন্তরীন বাণিজ্যে পন্য বিক্রয় বৃদ্ধিকরণ, শিল্প উৎপাদনে শ্রমিক সরবরাহ, কৃষিতে মজুর নিয়োগ, খনি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রমের জন্য শ্রমিক প্রভৃতির প্রশ্নে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা ।

৯) মূল্যবান ধাতু বা সম্পদ সংরক্ষনের জন্য বিলাস-ব্যসনে সম্পদের অপচয় না করা । এর জন্য বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিলাসবহুল পন্য নিয়ন্ত্রিত করা ।

১০) বিদেশ থেকে আমদানীর পরিমান হ্রাস করার পাশাপাশি দেশের ব্যবসা বাণিজ্য দেশীয় লোকেদের হাতে রাখা ।

পরিশেষে, মার্কেনটাইলবাদের মূল কথাই হলো বিদেশী ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতি দ্বন্দ্বিতায় নামা । তাই রাষ্ট্রকে এবিষয়ে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে । বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যেন রাষ্ট্রের স্বার্থেই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে ।

---o---